JUN. 02

দুর্নীতিবাজদের হাতে জিম্মি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

হাসান আরেফিন

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাতে জিম্মি। সেখানে কোন কাজেই সরকারি কোন নীতিমালা ও বিধিবিধান মান্য হয় না। ফ্রি-স্টাইলে চলছে দুর্নীতি। দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৫ দফার দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উত্থাপিত এসব অভিযোগ তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো তদন্তও করছে কিন্তু অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে তদন্তে কোন অগ্রগতি নেই।

গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে দুর্নীতি : নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে অত্যন্ত গোপনে অল্প প্রচারিত একটি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে চেয়ারম্যানের ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি কেনা হয়। বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয় বৃহস্পতিবার। মাঝখানে দুদিন সরকারি ছুটি রেখে দরপত্র

জিম্মি : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৫

জিম্মি : দুর্নীতিবাজদের হাতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিক্রয়ের শেষ সময় রাখা হয় রোববার দুপুর পর্যন্ত। ফলে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় করতে পারেনি। ওই প্রতিষ্ঠান একাই তিনটি দরপত্র ক্রয় করে এবং ১৭ লাখ টাকা দামের গাড়ির দরপত্রে সরবরাহ মূল্য ২৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা উল্লেখ করে। সূত্র জানায়, বাজেটে গাড়ি ক্রয় খাতে ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও চেয়ারম্যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য খাত থেকে আট লাখ ২৫ হাজার টাকা এই খাতে স্থানান্তর করে ব্যয় করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভায় অতিরিক্ত টাকা খরচের অনুমোদন দেয়া হয়নি। বোর্ডের একটি পুরনো গাড়ি অত্যন্ত গোপনে চেয়ারম্যান তার শ্যালকের মাধ্যমে মাত্র ৩৫ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। ওই গাড়িটি এখন চেয়ারম্যানের পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করছে বলে সূত্র জানায়।

নতুন বই ও ডিউপার্ট মুদ্রণে দুর্নীতি : গত বছরের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সংযোজন করে এবতেদায়ি স্তরের ৩৪টি বই নতুনভাবে মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বোর্ড। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি তৈরি, সংশোধন ও সম্পাদনের সব কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমান বছরে নতুন এই ৩৪টি বই পাঠ্য হিসাবে গণ্য করে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়। বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য যথারীতি টেন্ডারও আহ্বান করা হয়। নতুন বই প্রকাশনা স্থগিত করা হয়। এতে বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ওই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা লাভবান হলেও সরকার প্রায় কোটি টাকার রয়্যালটি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে নতুন বই ছাপানো স্থগিত করে বোর্ডের চেয়ারম্যান পুরনো বইয়ের প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নতুন ৩৪টি বই কাদের স্বার্থরক্ষায় এবছর ছাপা হল না তা খতিয়ে দেখার জন্য গত ২০ মার্চ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অধ্যাপক সাদাত উল্লাহকে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট দেয়ার কথা থাকলেও আজ অবধি এর তদন্ত শেষ হয়নি বলে সূত্র জানায়। এদিকে নতুন বই মুদ্রণ স্থগিত হওয়ার পরও চেয়ারম্যান তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে বিনা দরপত্রে নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে ছবি তৈরির কাজ দেন। এই কাজে সরকারের ১০ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া বিদেশী সংস্থা ইউএনএফপিএ'র অর্থায়নে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ মার্কের ডিউপার্ট মুদ্রণের দায়িত্ব দেয়া হয় বোর্ডকে। এর জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি দরপত্র গ্রহণের শেষ সময় দিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি ডিএফপিকে পাশ কাটিয়ে একটি অখ্যাত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। পরে উচ্চ মূল্যে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সংযোজনের অংশ মুদ্রণের কাজ দেয়া হয়।

মাদ্রাসার মঞ্জুরি ও কেন্দ্র স্থাপনে দুর্নীতি : মাদ্রাসার মঞ্জুরি ও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সরকারি কোন নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। নকল রোধে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সরকার কড়াকড়ি আরোপ করলেও মাদ্রাসা বোর্ডে এর কোন বালাই নেই। অভিযোগে জানা যায়, কেন্দ্র প্রদান কমিটির সুপারিশকে পাশ কাটিয়ে চেয়ারম্যান নিজ ক্ষমতাবলে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে হালুয়াঘাট, গৌরীপুর, কাজীপুর, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, শালিখা, মনিরামপুর, ছয়ঘরিয়া, বানারীপাড়া, বাঞ্ছারামপুর, চরজুবিলী, রাউজান, কাপাতিয়া, চান্দ্রা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, মধুখালী, গোসাইরহাট, সিংড়া, লালপুর ও আদমদীঘিতে এবছর দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্র প্রদান করেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্র প্রদান কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে উপজেলা সদরের বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ায় দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় এ বছর অনেক ক্ষেত্রে নকল রোধ করা যায়নি। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে একদিনে ফাইল তৈরি করে চেয়ারম্যান কক্সবাজারের দুটি আলিম মাদ্রাসাকে ফাজিল মানে উন্নীত করার অনুমোদন দেন।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে মাদ্রাসা শিক্ষায়ও চলছে অব্যবস্থা। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে টাকা দিলেই যখন সব হয় তখন মাদ্রাসাগুলোতেও কোন সরকারি নিয়ম-নীতি মানা হয় না। পরীক্ষা এলেই মাদ্রাসাগুলোতে চলে ছাত্র শিকারের প্রতিযোগিতা। পরীক্ষার আগেও চলে পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ। এসবই হয় টাকার বিনিময়ে বোর্ডের কর্তাদের সহায়তায়। মাদ্রাসা বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সেই কাজে তেমন অগ্রগতি নেই।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকের সঙ্গে মঙ্গলবার যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। যারা দুর্নীতিবাজ তারাই এসব প্রচারণা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, গাড়ি ক্রয়ের অতিরিক্ত টাকা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়নি ঠিকই তবে রিভাইজ বাজেটে এই টাকা বরাদ্দের চেষ্টা চলছে। মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনকের জীবনী সংযোজন করে নতুন বই ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ছাপা হবে। এ বছর প্রয়োজনীয় কাগজ না পাওয়ায় ডিউপার্ট ছাপিয়ে পুরনো বইয়ের সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ বছর কোন নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি। বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। আপনি দুর্নীতির অভিযোগকে অপপ্রচার বলছেন আর দুর্নীতি দমন ব্যুরো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করছে- এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন- [illegible] করতে পারে, আমি জানি না।